Mail Copy

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়
হিসাব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.cga.gov.bd

স্মারক নং- ০৭.০৩.০০০০.০০৯.৫০.১৩৩.১৪-৯৯১

তারিখঃ ০৬-০৯-২০২০ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের ২০/০৮/২০২০খ্রিঃ তারিখের সিএজি/আরআরইউ/জা:রা:বোর্ড/২১৮/খন্ড-৮/৪৫৫ নং স্মারকের মাধ্যমে প্রাপ্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মূসক আইন ও বিধি শাখার স্মারক নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২০.০০১.১৬/২৫৫(২) তারিখঃ ২০/০৭/২০২০খ্রিঃ, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিষয়ে স্পষ্টীকরণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত পত্রটি আদিষ্ট হয়ে পৃষ্ঠাংকন করা হলো।

বরাবর,

১। ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস-ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ।

২। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার (সকল) ।

৩। ডিস্ট্রিক্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার (সকল)।

৪। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সকল)।

৫। উপ হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (সকল)।

৬। পিএটু-সিজিএ/অতিঃসিজিএ (প্রশাসন), অতিঃসিজিএ (হিসাব), অতিঃসিজিএ (পদ্ধতি)।

৭। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

সংযুক্তি- ০৩ (তিন) পাতা

03/09/2020
(কামরুননেছা)
উপ হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (পদ্ধতি)
ফোনঃ ৯৩৫৬৫০১।

D:\Driver E\ridoy shikder\Office Order-1.docx244

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
"অডিট ভবন"
৭৭/৭ কাকরাইল, ঢাকা - ১০০০
www.cag.gov.bd

নম্বর - সিএজি/আরআরইউ/জা:রা:বোর্ড/২১৮/খন্ড-৮/ ৪৫৫ তারিখ: ২০/০৮/২০২০ খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মূসক আইন ও বিধি শাখা এর স্মারক নং ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২০.০০১.১৬/২৫৫(২) তারিখ: ২০/০৭/২০২০খ্রিঃ এর মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩১ক এ উল্লিখিত স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত পত্রটি পৃষ্ঠাংকনপূর্বক সদয় অবগতি ও কার্যার্থে আদিষ্ট হয়ে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

০১. হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ।
(তাঁর অধীন সকল অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০২. কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স, সিজিডিএফ এর কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
(তাঁর অধীন সকল অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০৩. উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিনিয়র), সিএজি কার্যালয়, অডিট ভবন, ঢাকা।
০৪. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা ।
(তাঁর অধীন সকল অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০৫. মহাপরিচালক, ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি (ফিমা), এ/৭, লালাসরাই, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
০৬. উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (এএন্ডআর), সিএজি কার্যালয়, অডিট ভবন, ঢাকা।
০৭. উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (পদ্ধতি), সিএজি কার্যালয়, অডিট ভবন, ঢাকা।
০৮. মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর/পরিবহন অডিট অধিদপ্তর/শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর/প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অডিট অধিদপ্তর/গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর/পার্বত্য চট্টগ্রাম, পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর/পররাষ্ট্র ও প্রবাসী কল্যাণ অডিট অধিদপ্তর/রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর/শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর/আর্থিক ও উপযোজন অডিট অধিদপ্তর/সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৯. মহাপরিচালক, জনপ্রশাসন ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর/আইটি অডিট অধিদপ্তর, ২য় ১২তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, কৃষি এবং পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর/বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ অডিট অধিদপ্তর, ৭১ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ইন্স্যুরেন্স ভবন, ঢাকা-১০০০।
১১. অতিরিক্ত উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (পার্সোনেল/প্রশাসন/কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল/পদ্ধতি/সংসদ)/পরিচালক (এমআইএস/আরএন্ডডি), সিএজি কার্যালয়, অডিট ভবন, ঢাকা।
১২. সহকারী মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (রিপোর্ট-১/রিপোর্ট-২/রি-অর্গান/পরীক্ষা ও পরিদর্শন/হিসাব/আরআরইউ)/ উপ-পরিচালক (এমআইএস), সিএজি কার্যালয়, অডিট ভবন, ঢাকা।
১৩. পিএস টু সিএজি, সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
১৪. নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ অফিসার (প্রশাসন শাখা), সিএজি কার্যালয়, অডিট ভবন, ঢাকা।
১৫. অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

২০/৮/২০২০
(কামরুজ্জামান)
এসিস্ট্যান্ট কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
আরআরইউ (অতি:দায়িত্ব)

অতিঃ সিজিএ (পদ্ধতি)
ডায়েরী নম্বর: ৮৮২ তারিখ: ২৪/৮/২০২০
ডিসিজিএ (পদ্ধতি) ঃ অতি জরুরী
এএন্ডএও (পদ্ধতি-১) ঃ পরীক্ষা করে মতামত দিন।
এএন্ডএও (পদ্ধতি-২) ঃ পরীক্ষা করে মতামত দিন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

[মূসক আইন ও বিধি শাখা]

ব্যাখ্যা পত্র নং- ০৪/মূসক/২০২০ তারিখঃ ০৫ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/ ২০ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩১ক এ উল্লিখিত স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান।

সূত্রঃ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর পত্র নং- ৪র্থ/এ(১২)২১/মূসক-উৎপাদন/রপ্তানী/সংসং/২০১৮/৪৭১৩, তারিখঃ ০৪ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩১ক এ উল্লিখিত স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে "রপ্তানি" এবং "রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য" এ দুটো সংজ্ঞার পরিধি নিয়ে মাঠ পর্যায়ে জটিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করা হয়েছে।

০৩। এ সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩১ক এর মাধ্যমে মূলত বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন উৎপাদক বা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোন উন্নয়ন সহযোগী, বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার সাথে সরকারের সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঋণ, অনুদান বা অন্যকোন চুক্তির অধীন কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের বিপরীতে দরপত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় প্রতিযোগিতা সক্ষমতা (Competitive Edge প্রদান) সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ বিধির মাধ্যমে দেশীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে করে বিদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনায় দরপত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে না পড়ে এবং ঋণ বা অনুদান চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা যেন বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুনরায় দেশের বাহিরে চলে না যায় সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মূলত দেশীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমকে রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য করার বিধান রেখে শুল্ক কর প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে এ কার্যক্রম "রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য" বিবেচিত হতে হলে দেশীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি দরপত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রাপ্তির বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

০৪। বৈদেশিক ঋণ বা অনুদান চুক্তির আওতায় কোন প্রকল্প/কার্য/সেবা সম্পাদনের লক্ষ্যে আহবানকৃত স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় কিংবা বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে মনোনীত/কার্যাদেশ প্রাপ্ত দেশীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে বিধি ৩১ক এ বর্ণিত আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন সাপেক্ষে পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে "রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য" হওয়ার সুবিধা প্রাপ্য হবে। উক্ত প্রাথমিকভাবে মনোনীত/কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/কন্ট্রাক্টর কর্তৃক পরবর্তীতে পত্রিকায় দরপত্র আহবানের মাধ্যমে অন্যকোন প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প সম্পাদনের লক্ষ্যে পণ্য/সেবা/কার্য সম্পাদনের সাব-কন্ট্রাক্ট/কার্যাদেশ প্রদান করা হলে উক্ত সাব-কন্ট্রাক্টর/কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/কন্ট্রাক্টরকে একই প্রকল্প সম্পাদনের লক্ষ্যে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হলে তা বিধি ৩১ক এর আওতায় "রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য" হওয়ার কোন আইনগত সুযোগ নেই। এটি বিধিতে যেমন স্পষ্ট করা হয়েছে তেমনি অনুচ্ছেদ-০৩ এ উল্লিখিত কারণে তা আলোচ্য বিধি প্রণয়নের মূল চেতনা এর পরিপন্থি। কেননা, এক্ষেত্রে একটি ঋণ বা অনুদান চুক্তির আওতায় একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প সম্পাদনে বাংলাদেশ সরকার একবারই বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্ত হয় এবং সে কারণে প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রাথমিকভাবে আহবানকৃত আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় কার্যাদেশ প্রাপ্ত মূল দেশী নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানি সুবিধা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত মূল কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যদি একই প্রকল্পে পণ্য/সেবা সরবরাহের লক্ষ্যে পুনরায় পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি আহবান করে কোন দ্বিতীয় পক্ষকে সাব-কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করা হয় অথবা পণ্য/সেবা সরবরাহের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে যেহেতু নতুন করে বাংলাদেশ সরকার কোন বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্ত হয়না, সেহেতু পণ্য/সেবা সরবরাহ দ্বিতীয়বার "রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য" হওয়ার কোন আইনগত সুযোগ নেই। প্রকল্প সম্পাদনের জন্য যে সত্তার সাথে প্রাথমিক চুক্তি সম্পাদিত হয় শুধুমাত্র ঐ সত্তার জন্য পণ্য বা সেবার সরবরাহ বা কার্যসম্পাদন কার্যক্রম রপ্তানি বলে গণ্য। অন্যকোন সরবরাহকারী এক্ষেত্রে বিবেচনার সুযোগ নেই। কারণ এক্ষেত্রে প্রকল্প/চুক্তি সম্পাদনে মূল কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম "রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য" হওয়ায় সরবরাহ চেইনে পরিশোধিত পূর্ববর্তী শুল্ক-কর প্রত্যর্পণ প্রদান করার বিধান করা হয়েছে। তাই, প্রকল্প সম্পাদনে প্রাথমিকভাবে চুক্তিবদ্ধ সত্তা "রপ্তানি বলিয়া গণ্য" কার্যক্রম করে বিধায় এ সুবিধা প্রাপ্ত হবে, অন্য কেউ নয়।

০৫। এছাড়া, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩ এর দফা (ঘ) অনুযায়ী কোন উন্নয়ন সহযোগী, বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার সহিত সরকারের সম্পাদিত কোন ঋণ, অনুদান বা অন্যকোন চুক্তির অধীন কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল, ২০০৮ এর বিধান পরিপালন বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩১ক এর আওতায় পণ্য বা সেবা সরবরাহ কার্যক্রম "রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য" হতে হলে যেকোন স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্র কার্যক্রম পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল, ২০০৮ এর বিধান মোতাবেক সংঘটিত হওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল, ২০০৮ অনুসরণপূর্বক দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন না করলে সেক্ষেত্রে বিধি ৩১ক এ উল্লিখিত রপ্তানি সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি প্রযোজ্য হবেনা।

০৬। সম্প্রতি কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩১ক এর অপব্যবহার করে রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোচরীভূত হয়েছে। তাই এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিবিড় মনিটরিং করে প্রয়োজনে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে আইনানুগ রাজস্ব আদায় করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। বর্ণিতাবস্থায়, উপরোক্ত নির্দেশনা মোতাবেক যথাযথ আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

০৭। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ রহিত হওয়া সত্ত্বেও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩৭ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এর আলোকে মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ ব্যাখ্যাপত্র জারি করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

Rhasan
20/09/2020

(কাজী রেজাউল হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)
ফোনঃ ৮৩১৮১২০, এক্সঃ ৩৪৮
ই-মেইলঃ vatpolicy@gmail.com

প্রাপকঃ উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়,
তেজগাঁও, ঢাকা।

[উক্ত উল্লিখিত আদেশ এর ৫০০ (পাঁচশত) সেট কপি মুদ্রণ ও মুদ্রিত কপি সরাসরি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সরবরাহ করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।]

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২০.০০১.১৬/ ২৫৫ (২) তারিখঃ ২০ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।

২। বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, কাকরাইল, ঢাকা।

৩। প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, জীবন বীমা ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

৪-৭। সদস্য (শুল্ক নীতি)/ (মূসক নীতি)/ (মূসক বাস্তবায়ন)/ (মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৮-১৯। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ঢাকা (পূর্ব)/ ঢাকা(পশ্চিম)/ চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/খুলনা/যশোর/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক), ঢাকা।

২০-২৫। কমিশনার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম/ঢাকা/আইসিডি,কমলাপুর/মংলা/বেনাপোল/পানগাঁও।

২৬-২৯। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূসক (আপীল) কমিশনারেট, ঢাকা-১/ ঢাকা-২/ চট্টগ্রাম/ খুলনা।

৩০-৩১। মহাপরিচালক, মূসক নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর / শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩২। মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যার্পণ পরিদপ্তর, চিটাগাং সমিতি ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।

৩৩। সিস্টেমস ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোডকরণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৩৪। সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

৩৫-৩৭। প্রথম সচিব (মূসক-বাস্তবায়ন)/(শুল্ক: নীতি)/(মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৩৮। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

20/07/2020

(কাজী রেজাউল হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)
ফোনঃ ৮৩১৮১২০, এক্সঃ ৩৪৮

এসিএজি (আর আর ইউ) এর
কেন্দ্রীয় চিঠিপত্র নং- 268
তারিখঃ 20/07/2020